তারিখ 25 MAY 1996
পৃষ্ঠা ৫

দৈনিক বাংলা

বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রযুক্তি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় কাউন্সিলের সপ্তম অধিবেশনে দেশে বিজ্ঞান শিক্ষা ও তার প্রয়োগের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। আলোচনায় পরিস্থিতির যে ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠে এসেছে তা কোন অবস্থায়ই সন্তোষজনক বিবেচিত হতে পারে না। বিষয়টি তাই শিক্ষাবিদ এবং জাতীয় নীতিনির্ধারকদের বিশেষ মনোযোগ দাবী করে। বিশেষ করে একুশ শতকে পা রাখার মুখে এসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে অবহেলিত রেখে আমরা একটি সমৃদ্ধ জীবন কিছুতেই আশা করতে পারি না।

এ সত্য নিয়ে কোন রাখ-ঢাক করার কিছু নেই যে, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং উদ্ভাবনে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। এই পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে ওঠার পথ একটাই, বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়ন। বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক গবেষণা থেকেই করণকৌশল বা প্রযুক্তির উদ্ভাবন ঘটতে পারে। প্রতিযোগিতার এই যুগে কেউ তাদের উদ্ভাবন আমাদের হাতে তুলে দেবে এমনটা আশা করা যায় না। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ঘটিয়েই কেবল কার্যকর গবেষণার পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব। কাউন্সিলের বিভিন্ন আলোচনা থেকে এক্ষেত্রে আমাদের দুর্বলতার পরিচয়ই ধরা পড়েছে।

গবেষণা এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবনের আলোচনার আগে বিজ্ঞান শিক্ষার অবস্থা বিবেচনায় নেয়া দরকার। কাউন্সিলের সদস্যদের কারও কারও মতে, মেধাবী শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহী হচ্ছেন না। অনাগ্রহের কারণ হচ্ছে, তারা বাণিজ্য ও মানবিক শিক্ষাকেই অন্নসংস্থানে অধিক লাভজনক মনে করেন। উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষার্থী পেশা ও সংশ্লিষ্ট সুবিধা-অসুবিধার কথা ভাববেন, তাতে অন্যায় কিছু নেই। শিক্ষার্থীদের জাতীয় স্বার্থে বিজ্ঞানচর্চায় আগ্রহী করতে হলে অবশ্যই একে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। উপযুক্ত মানের বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ঘটলে মেধাবীরা একে কম আকর্ষণীয় মনে করবে, এমন মনে হয় না।

কাউন্সিলের আলোচনায় বিদ্যালয় পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার মানের ক্রমাবনতির দিকটিও উঠে এসেছে। বলা হয়েছে, মান বাড়ানোর বদলে বিষয় কমিয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার মান অনেক নিচে নামিয়ে আনা হয়েছে। যেমন উদ্ভিদ ও প্রাণিবিদ্যা পাঠ্যসূচী থেকে বাদ পড়েছে। বিদ্যালয় পর্যায়ে যদি বিজ্ঞান শিক্ষা অবহেলিত হয়, উচ্চতর পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও তার ব্যাপকতর বিস্তার আশা করা যায় না। আর এমন একটা পরিবেশে ফলপ্রসূ গবেষণা এবং প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহার অকল্পনীয়। এ অবস্থাকে অবশ্যই জাতীয় প্রত্যাশা এবং প্রয়োজনের আলোকে শোচনীয় বলে মানতে হবে।

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সামর্থ্য অর্জনের জন্যে এ অবস্থা বদলাতে হবে। প্রযুক্তির উপর অধিকার আমরা চাই-ই। ফলে বিজ্ঞান শিক্ষার মান অবশ্যই উন্নত করতে হবে।